রেকর্ড রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি নিয়ে শেষ হচ্ছে অর্থবছর

আশরাফুল ইসলাম

চলতি অর্থবছরের শেষ মাস শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে ১১ মাসে অর্থাৎ জুলাই থেকে মে মাসে প্রবাসীদের আয়ের পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। তাতে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে তা আগের পুরো অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১২০ কোটি ডলার বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংক আশা করছে, অর্থবছর শেষে প্রবাস আয় ৮০০ কোটি ডলারের কাছাকাছি থাকবে। আর এটা হবে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রবাস আয়ের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গত অর্থবছরে রেমিট্যান্স ছিল ৫৯৭ কোটি ডলার। আর চলতি অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) এসেছে ৭১৬ কোটি ৩৫ লাখ ডলার। অপর দিকে গত অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে এসেছিল ৫৪৬ কোটি ডলার। সে হিসাবে চলতি ১১ মাসে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হয়েছে সাড়ে ২৬ শতাংশ। আর মাস ভিত্তিক হিসাবে গত বছরের মে মাসের তুলনায় চলতি মে মাসে প্রবৃদ্ধি হয়েছে সাড়ে ৩১ শতাংশ। চলতি মে মাসে এসেছে ৭৩ কোটি ২৫ লাখ ডলার। গত বছর মে মাসে এসেছিল ৫৫ কোটি ৭০ লাখ ডলার।

বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশ ব্যাংকের হুন্ডি প্রতিরোধসহ কিছু কার্যকর পদক্ষেপে চলতি অর্থবছরের রেমিট্যান্স প্রবাহ রেকর্ড পরিমাণ অতিক্রম করছে। তাদের মতে, প্রথমত, প্রবাস আয় আহরণের অনুমোদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর জন্য ওপেন করে দেয়া। অর্থাৎ আগে শুধু রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর বেশি অনুমোদন দেয়া হতো। এ কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে বেশি রেমিট্যান্স আসত। পরে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর অনুমোদন পাওয়ার ক্ষেত্রে সহজ করায় তারাও রেমিট্যান্স আহরণের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। দেশে থাকা আত্মীয়-পরিজনের কাছে খুব দ্রুত ও সহজ উপায়ে প্রবাসীদের পাঠানো আয় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে বেসরকারি ব্যাংকগুলো। এর ফলে আগে যেখানে হুন্ডির মাধ্যমে আসত, পরে তা বৈধ পথে অর্থাৎ ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স আসে।

অপর দিকে, ব্যাংকগুলো রেমিটারদের জন্য কিছু আকর্ষণীয় পদক্ষেপ নেয়। যেমন কোনো ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিট্যান্স পাঠালে সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে গৃহঋণের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎপাদন বিনিয়োগে প্রবাসীদের আকৃষ্ট করতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক সহযোগিতা করে থাকে। এসব কারণে প্রবাসীরা তাদের আয় ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠায়।

অপর দিকে, বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে হুন্ডি প্রতিরোধে নেয়া হয় কঠোর পদক্ষেপ। এর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ থেকে কড়া তদারকি করা হয়। সব মিলে গত ১১ মাসে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাস আয়

বেড়ে গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অর্থবছরের শুরু থেকেই একটি উল্লেখযোগ্য হারে প্রবাস আয় বাড়তে থাকে, যা সারাবছর বিদ্যমান ছিল। অর্থবছরের প্রথম মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ছিল ৩৭ শতাংশ। ৫৬ কোটি ৭১ লাখ ডলার দিয়ে অর্থবছর শুরু হয়। আগস্টে একটু কমে গেলেও সেপ্টেম্বরে তা ৬০ কোটি ডলারের কাছাকাছি চলে যায়। নভেম্বর ও ডিসেম্বরে ৬০ কোটি ডলারেই থাকে। জানুয়ারি মাসে তা আরো বেড়ে ৭০ কোটি ডলারে চলে যায়। ওই মাসে রেমিট্যান্স আসে ৭১ কোটি ডলার। আগের বছরের এই একই মাসে আসে ৪৬ কোটি ২৬ লাখ ডলার। এর পরের মাসগুলোতে আরো বেড়ে যায়। মার্চ মাসে ৮০ কোটি ডলারে পৌঁছে যায়। মার্চ মাসে রেমিট্যান্স আসে ৮০ কোটি ৮৭ লাখ ডলার। আগের বছরের এই একই সময় আসে ৫৩ কোটি ডলার। ওই মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হয় ৫০ শতাংশের ওপর।বিশ্লেষকদের মতে, রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশীদের পৃষ্ঠপোষকতা করা হলে প্রবাস আয় আরো বেড়ে যাবে। তাদেও দেশে বিনিয়োগের সুবিধা করে দেয়া হলে দেশের বাজেটের ঘাটতি ব্যয় মেটাতে আর বিদেশী ঋণ নেয়ার কোনো প্রয়োজন হবে না। এতে দেশ আরো সম্মানের সাথে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

প্রবাসী
ডটকম
আমরা আপনার কথা বলি
www.probasi.com